মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

[বহু নূতনতথ্য সম্বলিত ও পরিবর্দ্ধিত প্রথম খণ্ড]

মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?

LIFE AFTER DEATH

মানবের জন্ম মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা ও দেহরোগ, ভবরোগ-মুক্তি— মৎস্য মা. . উম্বাদি অমেধ্য ভোজনে যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু—ব্রাণ্ডি, মদ্যপান ও চাপান সমান ফলদায়ক। এ বি. . বিশ্বের খ্যাতনামা ডাক্তার ও মণিষীগণের উপদেশ। জীবই ভগবান. জীবে প্রেম করিলেই ঈশ্বরের সেবা হইবে; নারায়ণ-দরিদ্র. "যতমত ততপথ" যে যাহাই করুক সকলেই একস্থানে যাইবে। চোর, দস্যু, লম্পট সাধু-সন্ধ্যাসী মহাপুরুষ, সতীরমনী. বারবণিতা যে মতে বা যে পথেই চলুক, সকলেরই গম্যস্থান এক। ইত্যাদি ধর্ম্মবিরোধী, শাস্ত্র বিরোধী নাস্তিক্যবাদ প্রচারের ফলে, অধিকাংশ নরনারীইশাস্ত্র বিরোধী মতে প্রবেশ করিয়া অধর্ম্মের পথেই চলিতেছে। যাহার ফলে চৌর্য্য লাম্পট্য, নরহত্যা, দস্যুবৃত্তি, রাহাজানী গো-ছাগাদি প্রাণীবধ, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি মহাপাতকের কার্য্য পরিবর্দ্ধিত হওয়ায়, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি, ভূমিকম্প মহামারী দুর্ভিক্ষ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ঘূর্ণিবাত্যা জলপ্লাবণ ইত্যাদিতে রাজ্য ধ্বংস হইতে বসিয়াছে। ইহার প্রতিকার—

শ্রীধাম নবদ্বীপ।

প্র[illegible]্য — ১'৭৫ পয়সা।

১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড একত্রে ৩টাকা মাত্র।

মুদ্রণে—রাজা প্রেস, হরিসভাপাড়া.

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মানব জীবনের গুহ্য রহস্য

প্রথম খণ্ড

মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ?

বিশ্বের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক, বিদ্বান, বুদ্ধিমান বিদূষী, মনিষী, পণ্ডিত, শিক্ষক, প্রফেসার, প্রিন্সিপাল, কবীন্দ্র সাহিত্যিক, উকীল, ব্যারিষ্টার, বিচারক, রাষ্ট্রনেতা, রাজা, মন্ত্রী এমন কি জ্যোতিষ্বিদ বা সব জান্তা ব্যক্তিগণও অনেকে জানেন না যে আমি কে ? কোথা হইতে আসিয়াছি, মৃত্যুর পরেই বা কোথায় যাইব ? মানুষ মরিয়া কোথায় যায় ? ইত্যাদি ১১০টি জটিল প্রশ্নের উত্তর এই গ্রন্থের ২য় খণ্ডে পাইবেন।

ইউরোপ আমেরিকা ও বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারক গৌড়ীয় মঠ মিশনাদির প্রতিষ্ঠাতা জগদ্গুরু **প্রভুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীঠাকুরের** অনুগৃহীত এবং গৌড়ীয় ভাষ্যসহ গীতা শ্রীগৌরাঙ্গদেব প্রভৃতি বহু ভক্তি গ্রন্থ প্রণেতা ও প্রকাশক **উপদেশক পণ্ডিত শ্রীপাদ অনাদিকৃষ্ণভক্তি শাস্ত্রী** কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

।। ৭ম সংস্করণ ।।

শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত লাইব্রেরী

সম্পাদক কর্তৃক। সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

গ্রন্থানুকুল্য ১·৭৫ পঃ মাত্র।

১ম, ২য়, ও ৩য় খণ্ড একত্রে ৩ টাকা মাত্র।

মানব মাত্রেরই জানা একান্ত কর্ত্তব্য

একটু ধৈর্য ধরিয়া পড়িলেই মনে হইবে যে এই প্রশ্নগুলির সুমীমাংসা হওয়া আপনারও জীবনে একান্তই প্রয়োজন ছিল, নচেৎ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া মরিবেন।

১। রোগ, শোক, জরা, ব্যাধি, অভাব, অশান্তি ও জন্ম মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা হইতে চিরতরে রক্ষা পাইবার উপায় কি ?

২। নিত্য পরমানন্দ ও চিরশান্তি লাভের নির্ভুল পথ কি ?

৩। প্রতি বৎসরই পঞ্জিকার বর্ষফল খারাপ হইতেছে কেন ?

৪। কেন ঘন ঘন ভূমিকম্প, জলপ্লাবন, সাইক্লোন, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, হৃদ্রোগ ও ঘূর্ণীব্যাতাদি দ্বারা অসংখ্য লোক ক্ষয় হইতেছে ?

৫। মানবগণের নৈতিক জীবনের ও ধর্ম জীবনের দ্রুত অবনতি ঘটিতেছে কেন ? ৬। চৌর্য, লাম্পট্য, দস্যুবৃত্তি, নরহত্যা, রাহাজানী, প্রাণীবধ ও নারীহরণাদি মহাপাতক ও দুর্নীতি সকল দিন দিন পরিবর্দ্ধিত হইতেছে কেন ? ৭। কখন ও কি কি কারণে সমাজ ও বিশ্ব ধ্বংস হইয়া থাকে ?

৮। সুদুর্ল্লভ মানব জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন কি ? ৯। পশু পাখীর ন্যায় উচ্চ বাসা বাঁধিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া খাওয়া দাওয়া থাকা ও মরিয়া যাওয়া অপেক্ষা মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কিছু আছে কিনা ? ১০। মানব মাত্রেই সুখ শান্তি ও আনন্দ ভোগ করিতেই চায়, কিন্তু রোগ, শোক, দুঃখ, কষ্ট ও নিদারুণ অশান্তি ভোগ করে কেন ? ১১। ধনবল, জনবল, দেহবল ও অস্ত্রবল বড় না দৈববল বড় ? ১২। বৈজ্ঞানিক শক্তি বড় না দৈবশক্তি বড় ? ১৩। যাহারা পরকাল, পরলোক, পরজন্ম, পরতত্ত্ব, পরব্রহ্ম পরমেশ্বর বা ভগবানকেও মানেনা তাহাদের কি প্রকার দুর্গতি হইয়া থাকে ?

সূচীপত্র

বিষয় পত্রাঙ্ক

১। বিশ্বব্যাপী জলপ্লাবন, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিবার্তা, অতি বৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ ইত্যাদিতে সমাজ ধ্বংস ও অসংখ্য নরনারীর জীবননাশের মূল কারণ কি ? বহুকোটী টাকার খাদ্য শস্য নাশ কেন হইতেছে ? ৩-৪

২। শান্তির সন্ধান, চিরশান্তি লাভ, দেহ রোগ ও ভবরোগ মুক্তি ২-৩

৩। Pathological Treatment ৩

৪। মানবজীবনের সুদুর্ল্লভত্ব, অনিত্যত্ব ও ক্ষণভঙ্গুরত্ব ৬-৭

৫। চৌরাশী লক্ষ যোনী ভ্রমণ ও জন্ম মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা ভোগ ৭-৮

৬। জন্ম রহস্য, শৈশব রহস্য, যৌবন রহস্য বর্ণনা ৯-১০

৭। সংসার রহস্য, বার্দ্ধক্য, মৃত্যু ও যমদণ্ড রহস্য ১০-১৮

৯। সর্ব্বশাস্ত্রের সার উপদেশ, পাষণ্ড দলন ও কর্ত্তব্য নির্ণয় ১৮-১৯

৯। মানবগণের যাবতীয় দুঃখ শোক কষ্টের মূল কারণ ৩১-৩৩

১০। মানবের সেবা হইতে দেব দেবীগণের সেবায় অধিক আনন্দ ৩৫-৩৬

১১। সমস্ত দেবতার রাজাদেবরাজ ইন্দ্রের সেবায় আরও আনন্দ হয় তদপেক্ষা শিবের সেবা বড়, তদপেক্ষা, ব্রহ্মার সেবা বড়, তদপেক্ষা বিষ্ণুর সেবায় আনন্দাধিক্য, তদপেক্ষা লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবায়, তদপেক্ষা শ্রীরামসীতায় আনন্দাধিক্য তদপেক্ষা দ্বারকেশের

সেবায় সহস্রগুণ আনন্দ। তদপেক্ষা মথুরেশের সেবায় পরমানন্দ। কিন্তু শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় অনন্ত কোটীগুণ আনন্দ আছে ইহাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমানন্দ কোথাও বা কিছুতেই নাই। ৩৬-৩৭
জীবগণে ও দেবগণের গুণাপেক্ষা ব্রহ্মা ও শিবে অনেক বেশী গুণ আছে। তদপেক্ষা শ্রীনারায়ণে অনেক গুণ বেশী আছে। তদপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে অনেক আশ্চর্য্যগুণ বেশী আছে, তদপেক্ষা শ্রীরাধারাণীতে আরও ২৫টী গুণ অধিক আছে। এ বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ সকল উদ্ধৃত হইল ইহা অবশ্য পাঠ্য। ৩৭-৪০
১২। ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক আচার নিষ্ঠা, নৈতিক চরিত্র গঠন, মৎস্য, মাংস, ডিম্বাদি অমেধ্য ভোজন, চাপান মদ ও মাদক দ্রব্যাদি সেবনে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি, স্বাস্থ্যহানি ও অকাল মৃত্যুর নিশ্চয়তা সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধী, প্রাচ্য, পাশ্চাত্য দেশের খ্যাত নামা ডাক্তারগণও বহু মণীষিগণের সতর্কতামূলক উপাদেশ ও নিষেধ বাক্য সকলও অবশ্য পাঠ্য, —এবং ঐ বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন। ৪১-৪৫
১৩। ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহির্ম্মুখ নাস্তিকগণের জনমত ও নির্ভুল সত্য ৪৬-৫০
১৪। ভ্রম—সর্ব্বধর্ম্মই সমান, যতমত ততপথ, শিব, ষষ্ঠী, মনসা, কালী, চণ্ডী, দুর্গা, গণেশ সকলেই ভগবান, কালী ও কৃষ্ণ এক। ধর্ম্মের নামে গোড়ামী, রামচন্দ্র দুর্গাপূজা করিয়াছিলেন, ইহা রামায়ণে আছে?

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শান্তির সন্ধান, শান্তিমার্গ ও ভবরোগ মুক্তি

শাশ্বতশান্তি, বাস্তব স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বরাজ ও "নিত্যপরমানন্দ লাভের নির্ভুল পথ"

আজ বিশ্বব্যাপী ধনী দরিদ্র বিদ্বান মূর্খ রাজা মহারাজা হইতে বৃক্ষতলবাসী ভিক্ষুক মানব মাত্রেই ত্রিতাপযন্ত্রণা ও অশান্তির অনলে দগ্ধীভূত হইতেছে। কাহারও অন্তরে নির্ম্মল আনন্দ নাই। এই ভবরোগের একটি নিদান চিকিৎসা বা Pathological treatment আবিষ্কৃত হইয়াছে। অর্থাৎ ভবব্যাধির মূল কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা হইয়াছে। জীবের যাবতীয় রোগ, শোক, দুঃখ কষ্ট জরাব্যাধি অভাব অশান্তি, পতি-পত্নী বিয়োগ পুত্রশোক ও জন্ম মৃত্যুর কঠোর যন্ত্রণা ভোগের মূল কারণ মনুষ্যগণের নাস্তিকতা, পাপাচরণ, চতুর্ব্বিধ অপরাধ, ধর্ম্মবিদ্বেষ, ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের প্রতি হিংসা, জগৎ পিতা জগদীশ্বরের প্রতি হিংসা বিদ্বেষ, নরহত্যা, গো ছাগাদি প্রাণীবধ, জীবহত্যা করিয়া মৎস্য মাংস ডিম্বাদি অমেধ্য ভোজন। পান, তামাক, বিড়ি, সিগারেট, চা, চুরট, গাঁজা. আফিং, মদ্যাদি মাদক দ্রব্য সেবন। চরিত্রহীনতা, অবৈধ স্ত্রী পুরুষ সঙ্গ. চৌর্য, লাম্পট্য দস্যুবৃত্তি, রাহাজানী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, ইত্যাদি পাপাচরণ হইতেই ঐ সকল যাবতীয় দুঃখ কষ্টের কারণ হইয়াছে। যথাধর্ম্ম তথাজয়, পাপ করিলেই ভুগিতে হয়। আইন ভঙ্গ করিলে সরকারেরও দণ্ড

ভোগ করিতে হয়। তদ্রূপ ঈশ্বরের আইন শাস্ত্রোপদেশ লঙ্ঘন করিয়া একাদশী জন্মাষ্টম্যাদিতে ভোজন করা, অশ্লীল নাটক নভেল পাঠ, সিনেমার অশ্লীল চিত্রাদি দর্শন, রেকর্ড বাজাইয়া স্ত্রী পুরুষের অশ্লীল ভালবাসা গান শ্রবণ, ইত্যাদি মহাপাতকের ফল সকল মানুষকেই অবশ্যই ভোগ করিতে হইতেছে। ডাক্তার, কবিরাজ ঔষধ হাসপাতাল কেহই জীবের কর্ম্মফল খণ্ডন করিতে পারিবেন না, দেহরোগ, ভবরোগ নিবৃত্তি হইবে না। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ ও মহাপুরুষগণেরও উপদেশ। দম্ভ, অহঙ্কার, টাকার গরম, রক্তের গরম, স্বাস্থ্যের গরম, বিদ্যাপাণ্ডিত্যে গরম, রূপযৌবনের গরম গুণ্ডামী পরিত্যাগ করিয়া ঐ সকল পাপ ও অপরাধ ছাড়িয়া একমাত্র পরমেশ্বরের শরণাগত হইয়া সাধু গুরু বৈষ্ণবের একান্ত আনুগত্যে নিরন্তর হরিনাম ও ঈশ্বরোপাসনা করিলেই যাবতীয় রোগ শোক দুঃখ কষ্ট অভাব অশান্তি হইতে মুক্ত হইয়া নিত্য পরমানন্দ ও চিরশান্তি লাভ হইবে। ইহাকেই বলে বাস্তব স্বাধীনতা ও প্রকৃত স্বারাজ্য সিংহাসন লাভ। এ বিষয়ে মৎকৃত "শান্তির সন্ধান" শ্রীগৌরাঙ্গের শিক্ষামৃত, হরিনাম মহিমামৃত, মানবজীবনের গুহ্য রহস্য, গার্হস্থ্যধর্ম প্রভৃতি গ্রন্থসকল পাঠাদি করিতে অনুরোধ করিতেছি এবং পণ্ডিত মণ্ডলীকেও আলোচনা করিতে আহ্বান করিতেছি।

দুর্ল্লভ মানব জন্ম লভিয়া সংসারে।
কৃষ্ণনা ভজিনু দুঃখ কহিব কাহারে॥
সংসার সংসার করে মিছে গেল কাল।
লাভ না হইল কিছু ঘটিল জঞ্জাল॥

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তুঃ

মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

পাঠকগণের প্রতি

পাঠক ভায়া! ঠগ্ ভায়ারা—
নিচ্ছে তোমার পয়সা লুটে।
নাটক, নভেল, খবর-কাগজ
দিচ্ছে কত তোমায় জুটে॥
কতই রঙের পদ্য—ছড়া,
কল্পিত আর মিথ্যে গড়া।
মন ভুলানো গল্প-গীতি
পড়তে তুমি যাচ্ছ ছুটে॥
তা' পড়ে ত হিত্ হবে না
হবে শুধু পয়সা খরচ।
কিন্তু তুমি মনের সুখে
পড়ছ্ তাহাই করে গরজ॥
জন্মেছিলে মায়ের পেটে
ভস্ম হবে শ্মশান ঘাটে—
আগে, মাঝে, শেষের খবর
কেউ জাননা মানব ভাই।
সেইটী জানাই সবার বড়
আর যা কিছু বৃথাই পড়।
যাহার তরে মানব জীবন—
এ সংসারে আমরা পাই॥

কে তুমি ? কোথায় ছিলে ?
কেন তবে জন্ম নিলে !
আয়ু-সূর্য্য অস্ত গেলে
যাবে কোথা ভাব তাই ?
আনন্দ আর স্ফূর্তি যত
বেশীদিন আর থাকবে না ত !
হঠাৎ কখন মরতে হবে
নিঃশ্বাসে ত বিশ্বাস নাই ॥
পণ্ডিত, জ্ঞানী, বিদ্বান যাঁরা
পড়ে শুনে বুঝুন তাঁরা ।
এসব কথায় তাঁদের কোন
কাজ আছে কি, গরজ নাই ॥
গরজ যদি করেন মনে
পয়সা দিয়ে বইটা কিনে ।
পড়াইলে বন্ধুগণে
আনন্দের আর সীমা নাই ॥
থাকবে না আর দুঃখ শোক
দূরে যাবে ভবরোগ
ধন্য হবে মানব জীবন
বইটা যদি পড় ভাই ॥
কিহেতু মানব জনম ? উদ্দেশ্য কি তা'র ?
জানিয়া সার্থক কর জীবন আপনার ॥

মানবজীবনের গুহ্যরহস্য

জন্ম রহস্য

মানব জীবন অতি অমূল্য রতন।
অতিশয় সুদুর্ল্লভ এ হেন জনম ॥
এ দেহ অনিত্য, তবু সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ।
মৃত্যু জানি, শীঘ্র জ্ঞানী, লয় হিতব্রত ॥
সর্ব্বজন্মে সুত-সুতা পত্নী-সুখ পায়।
নরজন্ম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি হয় ॥ (ভাঃ ১।৯।২৯)
আশীলক্ষ যোনী আগে করিয়া ভ্রমণ।
তবে হয় পুণ্যবলে মানব-জীবন ॥
জলজন্তু মাঝে জন্ম—নয় লক্ষ বার।
বিশ লক্ষ জন্ম হয় স্থাবর মাঝার ॥
পশুযোনী জন্ম তবে ত্রিশ লক্ষবার।
একাদশ লক্ষবার কৃমি কীট আর ॥
পক্ষীজন্ম হয় তবে দশ লক্ষবার।
এই আশীলক্ষ পরে তবে হয় নর ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

জীবের অনাদি কর্ম্মে, জননী জঠরে জন্মে,
নরদেহ করিতে ধারণ।
দশদিন দশমাস, করে জীব গর্ভবাস,
তবে হয় ভূতলে পতন ॥
যবে থাকে গর্ভবাসে, বিষম বন্ধন পাশে,
অশেষ যাতনা পায় তথা।

হেঁট মাথে ঊর্দ্ধপদে, কাঁদে কত আর্ত্তনাদে
ভাবে শিশু নিজ দুঃখ কথা ॥
(হায়) কত পাপকর্ম্ম কৈনু, যাহে গর্ভবাসে আইনু
রক্ত মাংস বিষ্ঠাময় স্থানে।
কৃমি কীটে সদা কাটে, বিষম বন্ধন বটে,
কেমনে বা বাঁচিব পরাণে ॥
নিজ শিরে যোড় করে, তখন প্রতিজ্ঞা করে
মন্দ কর্ম্ম আর না করিব।
হে বিধাতা! ভগবান! এইবার কর ত্রাণ
জন্ম পাইলে তোমারে সেবিব ॥
অধিক পাতকী যা'রা গর্ভে মরি' যায় তারা
আসিতে না পারে ধরাতলে।
এ কথা আমার নহে, সাধু-শাস্ত্রে ইহা কহে
শুন ভাগবতে যেই বলে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।৩ ও
শ্রীচৈঃ ভাঃ ২।১ অধ্যায়—

মরিয়া মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস
সর্ব্ব অঙ্গে হয় পূর্ব পাপের প্রকাশ ॥
কটু অম্ল লবণ জননী যত খায়।
অঙ্গে গিয়া লাগে তার মহামোহ পায় ॥
মাসময় অঙ্গ কৃমিকুলে বেড়ি খায়।
ঘুচাইতে নাহি শক্তি মরয়ে জ্বালায় ॥

নড়িতে না পারে তপ্ত পঞ্জরের মাঝে।
তবে প্রাণ রহে তার ভবিতব্য কাজে॥
কোন অতি পাতকীর জন্ম নাহি হয়।
গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি প্রলয়॥

শৈশব রহস্য

হেনমতে জন্ম হয়, জড় মাংস পিণ্ডময়,
পঞ্চবর্ষ অচৈতন্য প্রায়।
কিছু না কহিতে পারে, সদা দুঃখ কষ্টে মরে,
কীটাদির দংশন জ্বালায়।
কভু পেটে পীড়া হয়, অশেষ যন্ত্রণাময়,
কাঁদে শিশু আকুল হৃদয়।
পিতামাতা মনে করে, ক্ষুধায় এমন করে,
ভক্ষ্যদ্রব্য তাহারে খাওয়ায়॥
তাতে পীড়া বাড়ে যত, এইরূপে কতশত,
শিশুকালে জীবন হারায়।
যখন ক্ষুধায় কাঁদে, তিক্তৌষধি দেয় তাতে,
মনে করি পেটের পীড়ায়॥
অনুমানে সেবা করে, বালকে কহিতে নারে,
তাহার যে মনের কামনা।
অজ্ঞান সময়ে হায়, কত দুঃখ কষ্ট পায়,
মরিয়াও যায় কতজনা॥

পৌগণ্ড রহস্য

ক্রমে বড় হয় যবে বালকের সনে তবে
খেলা করে মনের আনন্দে।
হয়ে আদরের ছেলে স্বজনের কোলে কোলে
কভু সুখে হাসে, কভু কান্দে॥
পাঠের বয়স হৈলে পড়াইতে পাঠশালে
পিতামাতা যখন পাঠায়।
তখন বালক ভাবে কিরূপে এড়াই এবে
এ যে মোর হইল বড় দায়॥
গৃহেতে পড়ার তাড়া স্কুলেও শিক্ষক খাড়া
পড়া নইলে মারণের ভয়।
যদি শুনে ছুটি আছে অমনি আনন্দে নাচে
তবে বড় উল্লাস হৃদয়।
দুষ্ট বালকের সনে কভু বা লুকায় বনে
কভু বা তাদের সনে খেলে।
পরে যবে গৃহে যায় গুরুজনের তাড়নায়
ভয়ে নানা মিথ্যা বাক্য বলে॥
এলে পরীক্ষার দিন সে চিন্তায় হয় ক্ষীণ
প্রমাদ গণয়ে মনে মনে।
ফেল হলে দু'চার বার হয় আত্ম ধিক্কার
মনে করে ছাড়িবে জীবন॥

কেহ মরে রেলে কেটে কেহ গলে দড়ি এটে
বিষ খায় জলে ডুবি যায়।
পাঠের সমস্যা কালে হেন মতে কত ছেলে
এ অমূল্য জীবন হারায়॥

যৌবন রহস্য

যৌবন আসিলে দেহে, কামের প্রবল মোহে,
সুখ ভোগ করিবার তরে।
ধায় মন নানা দিকে, মত্ত হ'য়ে জড় সুখে,
আপনাকে আপনি পাসরে॥
ভোগেতে উন্মত্ত হয়, লজ্জা-ধর্ম্ম নাহি রয়,
দেশ-কাল-পাত্র নাহি মানে।
সুত-সুতা বন্ধুগণে, পিতামাতা গুরুজনে,
ছাড়ে কেহ ভোগের কারণে॥
যৌবনে যুবকগণে, যুবতী রমণী সনে,
দিবানিশি ভোগেতে বিহরে।
ভোগের সামগ্রী কত, এ জগতে আছে যত,
অন্বেষিয়া আনে নিজ ঘরে॥
চক্ষু সদা রূপে টানে, গীতবাদ্য চাহে কাণে,
স্পর্শসুখে চর্ম্মেন্দ্রিয় টানে।
নাসা চাহে গন্ধ সুখ, জিহ্বা চাহে রস-ভোগ,
খাদ্যাখাদ্য বিচার না মানে॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মৎসরতা সহ
রিপুগণে প্রবল হইয়া।
যুবক যুবতীগণে, লৈয়া ফিরে নানা স্থানে
শেষে ফেলে জীবনে মারিয়া॥

সংসার রহস্য

অসার সংসারে নর মুগ্ধ হয় যবে।
হিতাহিত জ্ঞান তার নাহি থাকে তবে॥
আমি সুখী, আমি ভোগী, আমি লক্ষেশ্বর।
আমা সম ভাগ্যবান কেবা আছে আর॥
জগত পূজিত আমি ঈশ্বর সমান।
শত্রু বশ করিয়াছি আমি বলবান॥ (গীতা ১৬/১৪)
বিধুষী বণিতা মোরে করিয়া পিরীতি।
দিবানিশি সেবে মোরে করিয়া আরতি।
প্রাণাধিক প্রিয় মোর সুত সুতাগণ।
মোরে না দেখিলে তারা দুঃখে অচেতন॥
হেনরূপে সুখ চিন্তা নিজ চিত্তে ধরে।
আপনেই আপনাকে বহু মান্য করে॥
সরগ নরক্ সব এইখানেই ভাই।
পরলোক বলিতেও আর কিছু নাই॥
ঈশ্বর থাকেন যদি নররূপে আছে।
মানুষের সেবা কর ঈশ্বরত্ব বুঝে॥

ধর্ম্ম কর্ম্ম উপদেশ যত দেখ সব।
ভণ্ডামী কেবল জান মুর্খের তাণ্ডব ॥
আমি সব বুদ্ধিমান লেখাপড়া জানি।
সুখ ভোগ ছাড়া আর কিছুই না মানি ॥
অতএব যতদিন বাঁচি ধরাতলে।
ততদিন সুখ ভোগ করি ছলেবলে ॥
স্ত্রী-পুত্র পরিজনের পালন পোষণ।
সর্ব্বধর্ম্ম সার এই শুন বন্ধুগণ ॥
কেহ যদি বলে ইহা ছাড়া ধর্ম্ম আছে।
সে সব ভণ্ডেরে ধরে আন মোর কাছে ॥
স্ত্রী সম্ভাষণ পুত্র মধুর ভাষণ।
বন্ধু মিত্র অনুরাগ করিতে স্মরণ ॥
বৃদ্ধ পিতামাতা মোর বালক তনয়।
এ সব ভাবিয়া প্রেম বাড়ে অতিশয় ॥
দিব্য ঘর পুরী মোর আছে বহু ধন।
কোথাতে থাকিব কেবা করিবে রক্ষণ ॥
এইরূপ শোক মোহ নিরন্তর করে।
সুখভোগ বিনা চিত্তে অন্য নাহি ধরে ॥
জিহ্বার আস্বাদ রস বড় করি মানে।
জড় সুখ ভোগ বিনা অন্য নাহি জানে ॥
কুটুম্ব ভরণে নিজ পরমায়ু যায়।
কামে মত্ত হৈয়া তাহা বুঝিতে না চায় ॥

পরধন হরে করে পর অপকার।
নানা ভারে কুটুম্ব পোষয়ে আপনার॥
এইরূপে মূঢ়জন মজয়ে সংসারে।
কামে বিমোহিত-চিত্ত নিবারিতে নারে॥
হেন কে মনুষ্য আছে জগত ভিতরে।
বিষয় লম্পট চিত্ত নিবারিতে পারে॥ (ভাঃ ৬।৭ অঃ)

বার্দ্ধক্য রহস্য

এইরূপে নানামতে, ভ্রমিতে অসৎ পথে,
ক্রমে আয়ু হয় অবসান।
পক্ক কেশ দন্ত শেষ, ধরিল বার্দ্ধক্য বেশ,
ইহাতেও নাহি অবধান॥
দ্বারা, পুত্র, পরিজন, স্বজন বান্ধবগণ,
পাপ করে যাহাদের তরে।
পাপভাগী কেহ নহে, সর্ব্বশাস্ত্রে ইহা কহে,
প্রমাণ সে দস্যু রত্নাকরে॥
ক্রমেতে ইন্দ্রিয়চয়, শিথিল হইয়া যায়,
ক্রমে ক্ষীণ হয় দেহ বল।
ভোগের সামর্থ্য যত, ক্রমে সব হয় হত,
জরা ব্যাধি করয়ে বিকল॥
স্বজন বিয়োগ-শোকে, নানাবিধ দেহ রোগে,
সদা হয় দুঃখেতে বিহ্বল।

শ্বাস কাশ উঠে ক্ষণে ক্ষণে বা করয়ে বমনে
গ্রহণ করয়ে শয্যাতল ॥
জরাগ্রস্ত অকর্ম্মণ্য, তাহারে দেখিয়া অন্য,
বন্ধুগণে করে অনাদর।
স্ত্রী-পুত্র পরিবার, তারা ভাবে অতঃপর,
ইহা হৈতে কার্য্য নাহি আর ॥
বৃদ্ধ বলীবর্দ্দে যেন, কৃষকে পালয়ে তেন,
স্বজনেতে পালয়ে তাহারে।
পাল্য কুক্কুরের ন্যায়, খাদ্য অবশেষ দেয়,
তাই সুখে করয়ে আহারে ॥ (ভাঃ ৩।৩০)

মৃত্যু রহস্য

শয্যা পরে পড়ি থাকে, আসি দেখে চিকিৎসকে
মৃত্যুকাল সমাগত প্রায়।
উঠিতে শকতি নাই, মল মূত্র সেই ঠাঁই,
ছাড়িয়াছে পুতিগন্ধময় ॥
মৃত্যুকাল দেখি তার, স্ত্রী-পুত্র পরিবার,
সংসারের নানা প্রশ্ন করে।
কণ্ঠে উঠে ঘড়ঘড়ি, শব্দ বুকে ধরফরি,
দুঃখে কিছু বলিতে না পারে ॥
হেনকালে অত্যদ্ভুত— মূর্ত্তিধারী যমদূত,
নিকটেতে আসিয়া দাঁড়ায়।

বক্রতুণ্ড ঊর্দ্ধরোম, পাশ হস্তে নিদারুণ
ক্রোধ-নেত্রে তর্জ্জন করয়॥
দূতগণের মূর্ত্তি দেখি, মুমূর্ষু মুদিয়া আঁখি,
অতি ভয়ে করে হাহাকার।
ভয়ে মল মূত্র ছাড়ে, চক্ষু বহি অশ্রু পড়ে,
প্রাণ ছাড়ি যায় অতঃপর।
রাজ্যৈশ্বর্য্য অট্টালিকা, ছাড়িয়া চলিল একা
পুত্র কন্যা সকল ছাড়িয়া।
প্রিয়তমা ভার্য্যা ছাড়ি, চলিলা যমের বাড়ী,
পাপ মাত্র সম্বল করিয়া॥
সমগ্র জীবন নরে, যত কিছু পাপ করে,
যত প্রাণী বধ করি খায়।
ডাকা, চুরি, মিথ্যা কথা, যত পাপ করে হেথা,
মরণেতে সঙ্গে সঙ্গে যায়॥ (ভাঃ ৩।৩০ অঃ)

যমদণ্ড রহস্য

যাতনা শরীর বান্ধি' যমের কিঙ্কর।
যম পথে লৈয়া যায় যমের গোচর॥
তর্জ্জন গর্জ্জন তারা করয়ে তাড়ন।
পথের কুক্কুর আসি' করয়ে ভোজন॥
নিজ কর্ম্ম সঙরিয়া কান্দে উচ্চস্বরে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে উদর অনলে॥

তপ্ত বালুকার পথে নেয়ত বান্ধিয়া।
পিঠেতে চাবুক মারে না চাহে ফিরিয়া ॥
নাহি জল বৃক্ষ যাহে নাহিক সঞ্চার।
হেন পথে লৈয়া যায় পাপী দুরাচার ॥
ক্ষণে মুরছিত হৈয়া পড়ে ভূমিতলে।
মারণের ভয়ে পুনঃ উঠয়ে সত্বরে ॥
নিরানৈ সহস্র পথ প্রহর প্রমাণ।
তিন দণ্ডে লঞা যায় যম বিদ্যমান ॥
সকল নরক ভোগ করায় তাহারে।
জ্বলন্ত অনল দিয়া পোড়ায় কলেবরে ॥
তাহা হৈতে তার মাংস কাটিয়া খাও য়ায়।
শৃগাল কুক্কুরে আঁত টানিয়া খসায় ॥
মহাসর্পগণ আসি দংশে কলেবর।
ডাঁস মশা বেড়িয়া খাওয়ে নিরন্তর ॥
কাটয়ে সকল অঙ্গ করি খণ্ড খণ্ড।
ভূমিতে ফেলায় গজ প্রবেশায় দন্ত ॥
পর্ব্বত শিখর হৈতে মারেন আছার।
গর্ত্তের ভিতরে ধরি' রোধেন দুধার ॥
যতেক যাতনা আছে যমের সদনে।
একে একে ভুঞ্জায় সকল পাপীগণে ॥

সর্ব্বশাস্ত্র সার সংগ্রহ ও পাষণ্ড-দলন

পাষণ্ড কাহারা ?

যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্ম রুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বে নৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥

যে ব্যক্তি নারায়ণ দেবের সহিত ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবগণকে সমান মনে করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া অধোগতি লাভ করে। বৈষ্ণবতন্ত্র

যেই মূঢ় কহে জীবঈশ্বর হয় সম।
সেইত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম। চৈঃ চঃ

পরমেশ্বরের সহিত জীবকে যে ব্যক্তি সমান মনে করে সে ব্যক্তিও পাষণ্ডী ও যম দণ্ড্য। আর যে ব্যক্তি ঈশ্বরের শ্রীমূর্ত্তি স্বীকার করে না ঈশ্বরকে নিরাকার বলে সে ব্যক্তিও নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। তাহাকে দর্শন করা ও পাপ স্পর্শ করাও পাপ সে ব্যক্তি নারকী। চৈঃ চঃ

যথা—শ্রীবিগ্রহ যেনা মানে সেইত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য অদৃশ্য সেই যম দণ্ড্য ॥

কোটী কোটী অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও একটী কৃষ্ণনামের সমান ফল লাভ হইবে না। সেরূপ মনে করিলেও পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইবে। (চরিতামৃত)

কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণনাম সম।
যে বলে সে পাষণ্ডী দণ্ডে তারে যম ॥

যো বেদ সম্মত কার্য্যং ত্যক্ত্যান্যৎ কর্ম্ম কুর্ব্বতে।
নিজাচার বিহীনা যে পাষণ্ডাস্তে প্রকীর্ত্তিতা ॥ (পদ্মপুরাণ)

যে ব্যক্তি বেদাদি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া মনো ধর্ম্মদ্বারা কর্ম্ম করে ও সদাচার পালন করে না সেই সদাচারভ্রষ্ট ব্যক্তিকেও পাষণ্ড বলিয়া জানিবে। তাহার সুখ-শান্তি ও পরাগতিলাভ হয়না। গীতা

শ্রীভৃগু মুনি কহিলেন—

অস্মাকমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোস্তিকশ্চনঃ।
মোহাদ যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ধ্রুবং ভবেৎ॥

অর্থাৎ আমাদের ব্রাহ্মণগণের বিষ্ণু ব্যতীত অন্যকোনও দেবতা পূজণীয় নাই। মোহবশতঃ যে অন্য দেবতার পূজা করে সেও নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। (পদ্মপুরাণ)

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

এতে চাংশ-কলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।
ইন্দ্রারি-ব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥

ব্রহ্মা-শিব-আদি যত আছে দেবগণ।
তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ না করি কখন॥
সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বর নন্দ-সুত হরি।
কায়-মনোবাক্যে তাঁরে ভজ দৃঢ় করি॥

তথাহি পাদ্মে।

হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্ম-রুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥ ১॥

দুই বাহু তুলি মুঞি ত্রিসত্য করিয়া।
যাহা বলিতেছি তাহা শুন মন দিয়া॥

বেদ হৈতে ভাল শাস্ত্র কভু দেখি নাই।
কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব কেহ নাই॥

তথাহি নারসিংহে।

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যমুৎক্ষিপ্য ভুজমুচ্যতে।
বেদাচ্ছাস্ত্রং পরং নাস্তি ন দেবঃ কেশবাৎ পরঃ॥ ২॥

তথাহি স্কান্দে

বাসুদেবং পরিত্যজ্য যোঽন্যদেবমুপাসতে।
স্বমাতরং পরিত্যজ্য শ্বপচীং বন্দতে হি সঃ॥ ৩॥

তথাহি মহাভারতে।

যস্তু বিষ্ণুং পরিত্যজ্য মোহাদন্যমুপাসতে।
স হেমরাশিমুৎসৃজ্য পাংশুরাশিং জিঘৃক্ষতি॥ ৪॥

অজামিল বাল্মীকিরে যে কৈল মোচন।
হেন প্রভু ছাড়ি অন্যে না কর ভজন॥
পুতনা রাক্ষসী আইল স্তনে বিষ দিয়ে।
মাতৃ-পদ দিল তারে হর্ষযুক্ত হ'য়ে॥
এমন কৃপার নিধি কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া।
অন্যেরে ভজিব কেন কিসের লাগিয়া॥ ৫॥

ব্রহ্মহা পিতৃহা গোঘ্নো মাতৃহা চার্য্যাঘবান।
শ্বাদ পূক্কশ কোবাপি শুদ্ধেরণ যস্য কীর্ত্তনাৎ॥ ভাঃ ৬/১৩/৮

অর্থ—নারায়ণের নাম কীর্ত্তন দ্বারা ব্রহ্মহত্যা গোহত্যা, পিতৃ হত্যা মাতৃহত্যা গুরুহত্যা এমনকি মহাপাপী চণ্ডালও পবিত্র হয়, ঐ সব পাপ মুক্ত হয়।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ।
সর্ব্বে বিধি-নিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন বিনা যেই ক্ষণ যায়।
মহা-হানিকর তাহা মানবের হয়। ৭ ॥

তথাহি কাত্যায়ন-সংহিতায়াং।

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রঃ স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।
যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ৮ ॥

তথাহি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে।

জীবিতং বিষ্ণু-ভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ।
ন তু কল্প-সহস্রাণি ভক্তি-হীনস্য কেশবে ॥ ৯ ॥

চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বধর্ম্ম করিলেও রৌরবে পড়ি মজে ॥
কৃষ্ণ হৈতে হইয়াছে সবাকার জন্ম।
পিতৃ-সেবা না করিলে কোথা রহে ধর্ম্ম ॥ ১০ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ১১ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

ধিগ্ জন্ম নস্ত্রিবিদ্ যত্তদ্ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্ কুলং ধিক্ ক্রিয়া-দাক্ষং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে ॥ ১২ ॥

অবৈষ্ণব গুরু কভু না করিহ ভাই।
সে গুরু ছাড়িয়া ভজ বৈষ্ণব-গোসাঞি ॥ ১৩ ॥

তথাহি পাদ্মে নারদপঞ্চরাত্রে চ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয়॥
সহস্র-শাখা বেদ পড়ে আর ত ব্রাহ্মণ।
সর্ব্ব বিদ্যা আছে সব শাস্ত্রেতে নিপুণ।
অবৈষ্ণব হয় যদি গুরু-যোগ্য নয়।
শাস্ত্রের বচন ইহা জানিহ নিশ্চয়॥ ১৪ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।
মহাকুল-প্রসূতোঽপি সর্ব্ব-যজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্র-শাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ ॥ ১৫ ॥

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যেঽবৈষ্ণবা।
তেষাং সন্দর্শনং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ ॥ ১৬ ॥

তথাহি পাদ্মে।
হরিনাম-পরো যস্তু বিষ্ণুপূজা-পরা য়ণঃ।
কৃষ্ণমন্ত্রং যো গৃহ্লাতি বিষ্ণু জানাতি বৈষ্ণবঃ ॥ ১৭ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।
গৃহীত-বিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ। ১৮ ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

বৈষ্ণবঃ পরমো ধর্ম্মো বৈষ্ণবঃ পরমন্তপঃ।
বৈষ্ণবঃ পরমারাধ্যো বৈষ্ণবঃ পরমো গুরুঃ॥ ১৯॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

ন মে প্রিয়শ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহং॥ ২০॥

হরিভক্তি-শূন্য জন চণ্ডাল নিশ্চয়।
হরি-ভক্ত চণ্ডাল সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয়॥ ২১॥

তথাহি বৃহন্নারদীয়ে।

বিষ্ণুভক্তি-বিহীনা যে চাণ্ডালাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।
চাণ্ডালা অপি বৈ শ্রেষ্ঠা হরিভক্তি-পরায়ণাঃ॥ ২২॥

শূদ্র নহে কৃষ্ণের ভজন যেই করে।
সেই জন 'ভাগবত' জানিহ সংসারে॥
সর্ব্ব বর্ণে সেই শূদ্র যে না ভজে হরি।
সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা কহিছে ফুকারি॥ ২৩॥

সর্ব্ব বর্ণে যেই ভজে সেই শ্রেষ্ঠ হয়।
যে না ভজে সে চণ্ডাল সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

চণ্ডালোঽপি মুনেশ্রেষ্ঠা বিষ্ণুভক্তি পরায়ণঃ।
বিষ্ণুভক্তি-বিহিনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥

যোগি-হৃদে বৈকুণ্ঠেতে নাহি থাকি আমি।
সদা ভক্ত-নিকটে রহিয়া গান শুনি॥

তথাহি নারদ-পঞ্চরাত্রে।

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ! ॥ ২৪ ॥

তথাহি স্কান্দে রেবাখণ্ডে।

ধর্ম্মো ভবত্যধর্ম্মোঽপি কৃতো ভক্তৈস্তবাচ্যুত!।
পাপং ভবতি ধর্ম্মোঽপি তবাভক্তৈঃ কৃতো হরে!॥ ২৫॥

বৈষ্ণব-স্মরণামাত্রে সর্ব্ব পাপ হরে।
দর্শন-স্পর্শন-মহিমা কে কহিতে পারে॥ ২৬॥

তাবৎ সংসারে ফিরে পিতৃলোক সব।
যাবৎ কুলেতে পুত্র না হয় বৈষ্ণব॥ ২৭॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

তাবদ্ ভ্রমন্তি সংসারে পিতরঃ পিণ্ড-তৎপরাঃ।
যাবৎ কুলে ভক্তি-যুক্তঃ সুতো নৈব প্রজায়তে॥ ২৮॥
যস্যাস্তি বৈষ্ণব পুত্র পুত্রাণী সা বিধিযতে।
অবৈষ্ণবো শত পুত্র জননী শূকরী সমা॥

যাহার কুলেতে হন বৈষ্ণব উদ্ভব।
স্বর্গে নৃত্য করে তার পিতৃলোক সব।
কৃতার্থা হয়েন ভাই! জননী তাহার।
পৃথিবী বসতি ধন্যা হয় জেনো সার॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যা।
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোঽপি তেষাং যেষাং কুলে বৈষ্ণব-নামধেয়ঃ॥ ২৯॥

তথাহি সৌপর্ণে।

কলৌ ভাগবতং নাম দুর্ল্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্ম-রুদ্র-পদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং ময়া।। ৩০ ।।
তিলকং যজ্ঞ সূত্রক ত্রিসন্ধ্যাবিষ্ণু পূজনং।
গায়ত্র্যাদি জপে নিত্যং এতদ্‌ব্রাহ্মণ লক্ষণং ।।
ললাটে তিলকং নাস্তি কণ্ঠে নাস্তি ত্রিকণ্ঠিকা।
হৃদয়ে গোবিন্দনাস্তি সনরঃ ব্রহ্ম রাক্ষসঃ।। ৩১ ।।

তথাহি নারসিংহে

কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
জলং ভিত্বা যথা পদ্মং নরকাদুদ্ধরাম্যহং ।। ৩২ ।।

তথাহি পাদ্মে।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম-ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্প-পুণ্যবতাং রাজন্! বিশ্বাসো নৈব জায়তে ।। ৩৩।

তথাহি পদ্মপুরাণে।

বৈষ্ণবো যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেঽপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্যুস্তৎসঙ্গ-হতকিল্বিষাঃ।। ৩৪ ।।

বৈষ্ণবের বশ কৃষ্ণ সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়।
এই সব জানি ভজ বৈষ্ণব নিশ্চয়॥ ৩৪॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহং ভক্ত-পরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ!।
সাধুভির্গ্রস্ত-হৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজন-প্রিয়ঃ।। ৩৫ ।।

কৃষ্ণ পূজে বৈষ্ণবের না করে পূজন।
কভু নাহি হয় কৃষ্ণের প্রসাদ-ভাজন ॥ ৩৬ ॥

তথাহি পদ্মপুরাণে।

আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরং।
তস্মাৎ পরতরং দেবী! তদীয়ানাং সমর্চ্চনং ॥ ৩৭ ॥

প্রাতে উঠি করে যেবা বৈষ্ণব-কীর্ত্তন।
শাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ-তুল্য হয় সেই জন ॥ ৩৭ ॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে।

নিত্যং যে প্রাতরুত্থায় বৈষ্ণবানান্তু কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণ-তুল্যাঃ কলৌ বলে! ॥ ৩৭ ॥

বৈষ্ণব-নিন্দাদি-দোষ ॥

যেই সব মূঢ়-বুদ্ধি মানবের গণ।
বৈষ্ণবগণের ভাই! করয়ে নিন্দন ॥
তাহারা জানিহ পিতৃগণের সহিত।
রৌরব নরকে হয় নিশ্চয় পতিত ॥ ৩৮ ॥

তথাহি স্কান্দে।

নিন্দাং কুর্ব্বান্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব-সংজ্ঞিতে ॥ ৩৮ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

নিন্দন্তি যে হরের্ভক্তান্নরা পাপেন মোহিতাঃ।
পৃথিব্যাং যানি পাপানি গৃহ্লন্তি তে নরাধমাঃ॥ ৩৭॥

মোর ভক্ত দেখি যেবা দোষ দৃষ্টি করে।
সেই মহাপাপী যায় নরক-ভিতরে॥ ৩৯॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাশি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥ ৪০॥

মহান্তের অপমান যে দেশ গ্রামে হয়।
একজনের অপরাধে দেশ ধ্বংস হয়॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥ ৪১॥

তথাহি দ্বারকা-মাহাত্ম্যে।

পূজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জন্মান্তর-শতৈরপি।
প্রসীদতি ন বিশ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে॥ ৪২॥
শূলপানি সমযদি বৈষ্ণবেরে নিন্দে।
তথাপি নাশ যায় কহে শান্ত বৃন্দে॥ ৪৩॥

তথাহি পাদ্মে।

দৃষ্ট্বাতু ভগবদ্ভক্তান্ প্রণামং ন করোতি যঃ।
বিনষ্ট-সর্ব্বধর্ম্মশ্চ স যাতি নরকং ধ্রুবং॥ ৪৪॥

তথাহি ইতিহাস-সমুচ্চয়ে।

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা।
বীক্ষতে জাতি-সামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবং ॥ ৪৫ ॥

বৈষ্ণব দেখিয়া যেবা জাতি-বুদ্ধি করে।
তাহার সমান পাপী নাহিক সংসারে॥

অতএব কর ভাই! বৈষ্ণব-পূজন।
বৈষ্ণব-নিন্দাদি দূরে করিয়া বর্জ্জন॥
কৃষ্ণভক্ত-জনে যেবা করে উপহাস।
ধর্ম্ম অর্থ যশ পুত্র তার হয় নাশ॥ ৪৬ ॥

গীতা-পাঠ গোবিন্দের স্মরণ-কীর্ত্তনে।
তীর্থকোটি-ফল পায় বৈষ্ণব-দর্শনে॥ ৪৭ ॥

তথাহি পাদ্মে।

গীতায়াঃ শ্লোক-পাঠেন গোবিন্দ-স্মৃতি-কীর্ত্তনাৎ।
বৈষ্ণবালোকনেনৈব তীর্থকোটি-ফলং লভেৎ॥ ৪৭ ॥

অসৎসঙ্গ-দোষ

অসাধু-সঙ্গেতে সত্য শৌচ মৌন শম।
দয়া বুদ্ধি লজ্জা শোভা যশ ক্ষমা দম॥
ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি ভাই সব যায় নাশ।
অতএব নাহি কর অসাধু-সম্ভাষ॥ ৪৮ ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ং ॥ ৪৮ ॥

চণ্ডাল-অধম—অবৈষ্ণব যে ব্রাহ্মণ।
তার দরশন দূরে করিবে বর্জ্জন ॥ ৪৯ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবাস্তু যে বিপ্রাশ্চাণ্ডালাদধমাশ্চ তে।
তেষাং সন্দর্শনালাপং দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেও পুণ্য যায় ক্ষয় ॥ ৪৯ ॥

অবৈষ্ণব-পাণ্ডিত্য সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিত।
তথাপি তাহার বাক্য না হয় গৃহীত ॥
কুক্কুর-উচ্ছিষ্ট ঘৃত হয় ত যেমন।
অতএব তাহা কেহ না করে গ্রহণ ॥ ৫০ ॥

তথাহি পাদ্মে।

অবৈষ্ণবস্য পাণ্ডিত্যং সর্ব্বশাস্ত্র-সমন্বিতং।
বাক্যং তস্য ন গৃহ্লীয়াৎ শুনালীঢ়ং হবির্যথা ॥ ৫০ ॥

তথাহি স্কন্দপুরাণে।

আলাপাদ্ গাত্র-সংস্পর্শাৎ নিশ্বসাৎ সহ-ভোজনাৎ।
সঞ্চরীন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবাম্ভসি ॥ ৫১ ॥

সর্প ব্যাঘ্র কুম্ভীরের আলিঙ্গন লিহ।
তবু অন্য-দেব-সেবীর সঙ্গ না করিহ॥ ৫১॥

তথাহি বিষ্ণুরহস্যে।

আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যাল-ব্যাঘ্র-জলৌকসাং।
ন সঙ্গঃ শল্য-যুক্তানাং নানা-দেবৈক-সেবিনাং॥ ৫১॥

গ্রহণ-কালেতে করে কোটী গাভী দান।
কাশীতে প্রয়াগে কল্পকাল অবস্থান॥
যজ্ঞাযুত সুমেরু-সমান সোনা দান।
তথাপি না হয় 'কৃষ্ণ'-নামের সমান॥ ৫২॥

তথাহি পাদ্মে।

গো-কোটি-দানং গ্রহণেষু কাশী-প্রয়াগ-গঙ্গাযুত-কল্পবাসঃ।
যজ্ঞাযুতং মেরু-সুবর্ণ-দানং গোবিন্দ-নাম্না ন কদাপি তুল্যং॥

কোটী অশ্বমেধ এক কৃষ্ণসম।
যে বলে সে পাষণ্ডী দণ্ডে-তারে যম॥

অন্য-দেবতার নৈবেদ্য-ভক্ষণ-নিষেধ

বিষ্ণুর নৈবেদ্য হয় পরম পাবন।
সবিশেষ জানে দেব-ঋষি-সিদ্ধিগণ॥
অন্য-দেব-নৈবেদ্য কভু না কর ভক্ষণ।
খাইলে করিতে হবে জেনো চান্দ্রায়ণ॥ ৫৩॥

তথাহি স্কান্দে।

পাবনং বিষ্ণু-নৈবেদ্যং সুরসিদ্ধর্ষিভিঃ স্মৃতং।
অন্য-দেবস্য নৈবেদ্যং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণব সুবুদ্ধি অতি হয় সেই জন।
অন্যদেব-নৈবেদ্যাদি না করে গ্রহণ ॥
স্পর্শ নাহি করে তাহা না করে দর্শন ॥
ভক্ষণ না করে কভু বৈষ্ণব যে জন ॥ ৫৩ ॥

তথাহি পাদ্মে।

নৈবেদ্য-গ্রহণ-স্পর্শ-দর্শনং ভক্ষণং তথা।
দেবতানাঞ্চ যৎ পেয়ং ন কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবঃ সুধীঃ ॥ ৫৪ ॥

মানবগণের ত্রিতাপাদি কঠোর যন্ত্রণা ভোগের মূল কারণ

কোন কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায় বলেন যে, জীব মাত্রেই ভগবান। জীবই পরমেশ্বর, যত্র জীব, তত্র শিব—জীব সেবাই শিব সেবা, জীবই পরম ব্রহ্ম, পাশ বদ্ধ ভবেজ্জীব=পাশ মুক্ত সদাশিব ইত্যাদি। জীবের সেবা করিলেই পূর্ণ ব্রহ্ম ভগবানের সেবা করা হয়। নারায়ণই দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন। এই দরিদ্র নারায়ণের সেবা করিলেই মুক্তিলাভ হইবে। আর পরমেশ্বরের সেবার প্রয়োজন হইবেনা। আরও বলেন—
বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।

জীবে প্রেম-করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর ॥

অতএব জীবের সেবা ছাড়িয়া ঈশ্বরের সেবার কোনও প্রয়োজনই নাই। আর যে যাহাই কর—জীবসেবাই কর ঈশ্বরের সেবাই কর গতি সকলেরই এক। সকলেই একস্থানে পৌঁছিবে।

"ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ, কিন্তু এক গম্য স্থান" ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের ইত্যাদি উপদেশকে সত্য মনে করিয়া বহুলোক ধারণা করিয়াছেন যে যাহাই করুক সকলেই যখন একস্থানেই যাইবে, তখন আমরা আর শাস্ত্র সকলের কঠোর শাসন, বিধান, নীতি বিধি কেনইবা পালন করিব, আর অত ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানেরই কি প্রয়োজন—চার, দস্যু, লমপটগণও সেখানে যাইবে। আর শাস্ত্র শাসনানুসারে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী সাধুমহাপুরুষগণও যখন সেখানেই যাইবে। সতীরমনীগণ যেখানে যাইবে, বারবণিতাগণও যখন সেখানেই যাইবে, তখন আর শাস্ত্র বিধানানুসারে ধর্ম্ম কর্ম্ম পালন করার প্রয়োজনই বা কি ইত্যাদি বিচারালম্বন করিয়া সমাজের অধিকাংশ নরনারীই আজ শাস্ত্র শাসন ও ধর্ম্ম কর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিয়া নাস্তিকতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, চরিত্রহীনতা, ধর্ম্ম বিরোধিতা প্রভৃতি দ্বারা সমাজকে ধ্বংসের পথেই পরিচালিত করিতেছে। অধিকাংশ নরনারীই শাস্ত্র শাসন পরিত্যাগ করিয়া এখন চরম নাস্তিকতা অবলম্বন করিয়াছে। যাহার ফলে সমাজে চৌর্য্য, দস্যুবৃত্তি, রাহাজানী, নারীহরণ, নরহত্যা, গুপ্তহত্যা, পশুবধ মদ্যপান, অমেধ্য ভোজনাদি মহাপাতকের কার্য্যগুলি ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে এবং তজ্জনিত অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অকাল মৃত্যু,

অভাব, অশান্তি, মহামারী, দুর্ভিক্ষ দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি, যানবাহন, সংঘর্ষ—ঘন ঘন ভূমিকম্প, সাইক্লোন, অগ্নিকাণ্ড, ঘূর্ণিবার্তা ও বহুদেশেই জলপ্লাবনাদি দ্বারা অসংখ্য নরনারী মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে।

প্রতিবৎসরই পঞ্জিকার বর্ষকাল খারাপ হইতেছে এবং হইবে। ও যতদিন না সমাজের ঐ সকল উশৃঙ্খলতা, নাস্তিকতা, চরিত্রহীনতা উৎকোচগ্রহণ প্রভৃতি দুর্নীতি এবং মহাপাতকের কার্য্যসকল দূরীকরণ করিয়া সমাজকে শাস্ত্র-শাসনের দ্বারা ঈশ্বর বিশ্বাস ও ধর্ম্ম পথে পরিচালিত না করা যাইবে ততদিনই সমাজ ক্রমশই ঐভাবে ধ্বংসের পথেই অগ্রসর হইবে—যদি এ বিষয়ে সরকার ও সমাজের শাসক সম্প্রদায় কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন। প্রাচীন ভারতের রাজর্ষি জনক, রাজর্ষি-অম্বরীষ, পৃথুমহারাজ প্রভৃতি রাজণ্যবর্গ যেভাবে রাজ্যেরমধ্যে নৈতিকজীবন গঠন ও ধর্ম্ম প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সরকার কর্ত্তৃক তাহা পুনঃপ্রবর্ত্তিত হওয়া দরকার। তথাকথিত ধর্ম্ম সম্প্রদায় কর্ত্তৃক "যতমত ততপথ" বা যে যাহাই করুক সকলেই এইস্থানেই পৌঁছিবে "সকলেরই গম্যস্থান এক" ইত্যাদি ধর্ম্ম বিরোধী ও শাস্ত্র বিরোধী মতবাদসকল প্রচার বন্ধ করিতে হইবে। ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক গীতা শাস্ত্রেও ঐসকল মতবাদ তীব্রভাবেই খণ্ডন করিয়াছেন। গীতা ভাগবতে বলিয়াছেন, "যতমত ততপথ" নহে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মতই একমাত্র মত (গীতা ৩/৩০-৩১) মানব কল্পিত মতবাদ ধর্ম্ম নহে। গীতা বলেন,

সকলে কখনই একস্থানে যাইবেনা, সত্ত্বগুণী লোকেরা উর্দ্ধলোকে যাইবে, রজোগুণীরা মধ্য লোকে ও মৎস্য, মাংস, ডিম্বাদি অমেধ্য ভোজী তমোগুণী লোকেরা অধোলোকে বা নরকে যাইবেই (গীতা ১৪/১৮)। আর যাহারা বিষ্ণুকে ভোগ না দিয়াই নিজে খায় তাহারাও পাপভোজী। অতএব তাহারাও নরকে পড়িয়া পচিবেই। ভগবানের ভোগ না দিয়া যাহারা খায় তাহারাও চোর। এ বিষয় গীতার ৩য় অঃ ১২-১৩ শ্লোক হইতে অবশ্যই আলোচ্য। অন্যান্য দেবীর উপাসকগণও কেহ একস্থানে যাইবে না বা ভগবানকেও পাইবেন না। যথা গীতা—যিনি যে দেবতার উপাসনায় সিদ্ধিলাভ করিবেন তিনি সেই সেই অনিত্য দেবলোকেই যাইবেন, পিতৃব্রত-গণ পিতৃলোকে যাইবেন আর ভূত পূজকগণ ভূতলোকে। আমার (শ্রীকৃষ্ণের) ভক্তগণ নিত্যকালের জন্য আমাকে কৃষ্ণকেই লাভ করেন গীতা ৯/২৫ দ্রষ্টব্য। আর কখন কখন বিশ্ব-বা-সমাজ ধ্বংস হইবে তাহাও শ্রীমদ্ভাগবতে ৭ম স্কন্ধে লিখিত আছে যে যখন বেদের প্রতি, দেবতার প্রতি, গো-ব্রাহ্মণের প্রতি, সাধু বৈষ্ণবের প্রতি ও আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ করিবে তখন অবিলম্বেই সেই সমাজ নিশ্চয় ধ্বংস হইবেই। তখন বৈজ্ঞানিক শক্তিও আর রক্ষা করিতে পারিবে না। আর জীব সেবা দ্বারা ভগবানের সেবা হয় না, জীবে জীবে প্রেম হয় না। কামোপ-ভোগ হয় মাত্র, তাহা নরক প্রাপক। জীব যদি কামভোগ পিপাষা ছাড়িয়া—ভগবানে প্রেমভক্তি লাভ করিতে পারে তবেই উদ্ধার হইতে পারে। অতএব জীবে জীবে প্রেম প্রচার না করিয়া

ঈশ্বরে প্রেম ভক্তির কথা প্রচার করিলেই মঙ্গল হইবে। সেই জন্য শ্রীচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা তার নাম কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা ধরে প্রেম॥ চরিতামৃত

অতএব জীব সেবা বা জীবে প্রেম ও ঈশ্বরের সেবা এক নহে। কিন্তু তথাকথিত ধর্ম্মমিশনের ঐ সকল উপদেশকে প্রচারের ফলে অধিকাংশ লোকই ঈশ্বরের সেবা বা ঠাকুর সেবার পরিবর্ত্তে কুকুরের সেবাই আরম্ভ করিয়াছে। অধিকাংশ লোকের গৃহে কুকুরের সেবাই যত্নের সহিত হইতেছে, কিন্তু ঠাকুর সেবা নাই। আবার সকল জীবের সেবাতে একফল হয়না—কুকুরের সেবা হইতে গো-সেবা অধিক পুণ্য জনক। নরগণের মধ্যে চোর, দস্যু, লম্পট, নরহত্যাকারী পাপীষ্ঠ নরগণাপেক্ষা নিষ্পাপ মানুষের সেবা করা ভাল। অন্ত্যজ, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণের সেবায় উত্তরোত্তর ফলাধিক্য আছে। তদপেক্ষা ব্রহ্মতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণের সেবা করা অধিক পুণ্যজনক। এই প্রকার এক কোটী ব্রাহ্মণের সেবা করা অপেক্ষা একটি শুদ্ধ বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণবের সেবা করিলে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মঙ্গললাভ সুনিশ্চিৎ। সর্ব্বশাস্ত্রেই সেবার মহিমাই সর্ব্বাধিক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সমগ্র ব্রাহ্মণ সমাজের মুকুটমণি শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ শ্রাদ্ধদিবসে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকেই সর্ব্বাগ্রে ভোজন করাইয়া বলিয়াছিলেন—

"তোমারে খাওয়াইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।" এই

ঘটনা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে লিখিত আছে এবং ইহা দ্বারা তিনি বৈষ্ণব সেবারই সর্ব্বাধিক মহিমা জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন। অতএব সমস্ত জীবের সেবার ফল একপ্রকার নহে। এখন উপসনার তারতম্য বলিতেছি।

আবার একটি সাধারণ মানুষ আর এক মানুষের সেবায় যে আনন্দ পান তদপেক্ষা দেব-দেবীগণের সেবায় অধিক আনন্দ পান। তদপেক্ষা দেবতাগণের রাজা দেবরাজ ইন্দ্রের সেবায় ষষ্ঠী, মনসা, দুর্গা, গণেশ, কালী, চণ্ডী প্রভৃতি দেব-দেবীগণের সেবা অপেক্ষা অনেক আনন্দ বেশী আছে। তদপেক্ষা আদিদেব শিবের উপাসনায় আরও শতগুণ আনন্দ অধিক আছে। আবার তদপেক্ষা একলবাসুদেব বিষ্ণুতত্ত্বের আরাধনায় সহস্রগুণ আনন্দ বেশী আছে। আবার বৈকুণ্ঠপতি লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসনায় আরও সহস্রগুণ আনন্দ অধিক আছে। তদপেক্ষা শ্রীরামসীতার আরাধনায় আরও সহস্রগুণ আনন্দ বেশী আছে। তদপেক্ষা দ্বারকাপতি গোবিন্দের আরাধনায় আরও সহস্রগুণ আনন্দ অধিক বর্ত্তমান। তদপেক্ষা মথুরাপতি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় আরও সহস্রগুণ আনন্দ অধিক আছে। আবার শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীরাধাগোবিন্দের যুগল সেবায় অনন্ত কোটীগুণ আনন্দ বেশী আছে। শ্রীব্রজনবযুবদ্বন্দের সেবা অপেক্ষা আর কোথা বা কিছুতেই ইহার সমান বা ইহার অধিক আনন্দ বা পরাশান্তি নাই। ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতাদি সর্ব্বশাস্ত্র তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের অভিমত। শাস্ত্র জ্ঞানহীন মূর্খব্যক্তিগণ এই তত্ত্ব অবগত নহেন। তাঁহারা

জীব সকলের সেবা বা উপাসনাই সমান বলেন। তাঁহাদের সেই ভ্রান্তি অপনোদনার্থে উপাস্য বস্তুগণের গুণ—সকলের তারতম্য বিচার এখানে শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা সংক্ষেপে উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে উপাস্য দেবগণের গুণ সকলের তারতম্য কথিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের গুণাবলী বর্ণিত হইল। ইহা পাঠ করিলেই বুঝিতেই পারিবেন যে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণই একমাত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য।

শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ

অনাদি সর্বাদি সর্বকারণকারণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যশোদানন্দন নন্দদুলাল শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণের গুণরাজির সংখ্যা করা সম্ভবপর নহে। পৃথিবীর মৃত্তিকা ও হিমকণসমূহের এবং নক্ষত্ররাজির কিরণমালা গণন সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের গুণগণ গণনার অতীত। শ্রীশ্যাম-সুন্দরের অসংখ্য গুণসমূহের মধ্যে প্রেমিকভক্তের দর্শনে চতুঃষষ্টি গুণ বিশেষভাবে লক্ষিত। শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর দক্ষিণ-বিভাগে বিভাব-লহরীতে এই সকল গুণ বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন—

শ্রীকৃষ্ণের চতুঃষষ্টি গুণ

শ্রীকৃষ্ণ—১। সুরম্যাঙ্গ, ২। সর্বসল্লক্ষণান্বিত, ৩। রুচির, ৪। তেজস্বী, ৫। বলীয়ান্, ৬। বয়সান্বিত, ৭। বিবিধাদ্ভুতভাষাবিৎ,

৮। সত্যবাক্, ৯। প্রিয়ম্বদ, ১০। বাবদূক, ১১। সুপণ্ডিত, ১২। বুদ্ধিমান, ১৩। প্রতিভান্বিত, ১৪। বিদগ্ধ, ১৫। চতুর, ১৬। দক্ষ, ১৭। কৃতজ্ঞ, ১৮। সুদৃঢ়ব্রত, ১৯। দেশকাল-সুপাত্রজ্ঞ, ২০। শাস্ত্রচক্ষু, ২১। শুচি, ২২। বশী ২৩। স্থির, ২৪। দান্ত, ২৫। ক্ষমাশীল, ২৬। গম্ভীর, ২৭। ধৃতিমান্। ২৮। সম, ২৯। বদান্য, ৩০। ধার্মিক, ৩১। শূর, ৩২। করুণ, ৩৩। মান্যমানকৃৎ, ৩৪। দক্ষিণ, ৩৫। বিনয়ী, ৩৬। হ্রীমান্, ৩৭। শরণাগত-পালক, ৩৮। সুখী, ৩৯। ভক্তসুহৃৎ, ৪০। প্রেমবশ্য, ৪১। সর্বশুভকর, ৪২। প্রতাপী, ৪৩। কীর্তিমান্, ৪৪। রক্তলোক, ৪৫। সাধুসমাশ্রয়, ৪৬। নারীগণ-মনোহারী, ৪৭। সর্বারাধ্য, ৪৮। সমৃদ্ধিমান্, ৪৯। বরীয়ান্, ৫০। ঈশ্বর, ৫১। সর্বদা স্বরূপ-সংপ্রাপ্ত, ৫২। সর্বজ্ঞ, ৫৩। নিত্যনূতন, ৫৪। সচ্চিদানন্দঘনীভূতস্বরূপ, ৫৫। সর্বসিদ্ধি-নিষেবিত (বশকারী), ৫৬। অবিচিন্ত্যমহাশক্তি, ৫৭। কোটিব্রহ্মাণ্ডবিগ্রহ, ৫৮। সর্বাবতারবীজ, ৫৯। হতশত্রু-সুগতিদায়ক, ৬০। আত্মারামগণাকর্ষী, ৬১। সর্ব লোকের চমৎকারিণী লীলার কল্লোলবারিধি (লীলামাধুরী). ৬২। শৃঙ্গাররসে অতুল্য প্রেমদ্বারা শোভাবিশিষ্ট প্রেষ্ঠমণ্ডলযুক্ত (প্রেমমাধুরী), ৬৩। ত্রিজগতের চিত্তাকর্ষিমুরলীর কীর্তনকারী (বেণুমাধুরী), ৬৪। যাঁহার সমান ও শ্রেষ্ঠ নাই এবং যাহা চরাচরকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া থাকেন এবম্বিধ সৌন্দর্যশালী (রূপমাধুরী)।

উক্ত ৬৪ গুণের মধ্যে প্রথম ৫০টি গুণ বিন্দু-বিন্দু রূপে সর্বজীবে আছে। কিছু অধিকরূপে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতায় আছে এবং পরিপূর্ণরূপে নারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। ৫১-৫৫ সংখ্যক গুণ পাঁচটী সাধারণ জীবে নাই,

আংশিকরূপে ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতায় এবং পূর্ণরূপে শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে আছে। ৫৬—৬০ সংখ্যক গুণপঞ্চক শিবাদি দেবতায় নাই, পরিপূর্ণরূপে শ্রীনারায়ণে ও শ্রীকৃষ্ণে বিদ্যমান। ৬১—৬৪ সংখ্যক শেষ চারিটী গুণ নারায়ণেও প্রকাশিত হয় নাই; তাহারা মাত্র স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রকাশিত।

শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণাকর্ষী পঞ্চবিংশ গুণ

অনন্ত গুণ শ্রীরাধিকার, পঁচিশ-প্রধান।
যেই গুণের 'বশ' হয় কৃষ্ণ ভগবান্॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য ২৩।৮১

শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় তদীয় হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার গুণও অনন্ত। অনন্তগুণের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের ৬৪ গুণ যেমন মধুররসের আশ্রয়-বিগ্রহগণের বিশেষ উল্লাসজনক, সেই প্রকার অনন্ত গুণের মধ্যে শ্রীমতী রাধিকার ২৫টি গুণ বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শ্রীকৃষ্ণের ৬৪টি গুণ উদাহরণসহ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। এক্ষণে 'উজ্জ্বলনীলমণি' হইতে শ্রীমতী রাধিকার পঞ্চবিংশ গুণ অনুশীলনের চেষ্টা হইতেছে। এই বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গজনের কৃপাই এই অধম সেবকের একমাত্র সম্বল। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে শ্রীরাধাপ্রকরণে লিপিবদ্ধ হইয়াছে,—

বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধিকা—১। মধুরা, ২। নবীনবয়সযুক্তা, ৩। চঞ্চল-নেত্রা, ৪। উজ্জ্বল-হাস্যযুক্তা, ৫। সুন্দর-সৌভাগ্য-রেখা-যুক্তা, ৬। সৌগন্ধে কৃষ্ণোন্মাদিনী, ৭। সংগীতপ্রসারজ্ঞা, ৮। রমণীয় বাগ্‌বিশিষ্টা, ৯। নর্মগুণে পণ্ডিতা, ১০। বিনীতা, ১১। করুণাপূর্ণা, ১২। চতুরা, ১৩। পাটবান্বিতা, ১৪। লজ্জাশীলা, ১৫। সুমর্যদা, ১৬। ধৈর্যযুক্তা, ১৭। গাম্ভীর্যময়ী, ১৮। সুবিলাস-যুক্তা, ১৯। পরমোৎকর্ষে মহাভাবময়ী, ২০। গোকুল-প্রেমের বসতি, ২১। আশ্রয়জগৎশ্রেণীর মধ্যে উদ্দীপ্তযশোযুক্তা, ২২। গুরু লোকে অর্পিত গুরুস্নেহবতী, ২৩। সখীদিগের প্রণয়বশযুক্তা, ২৪। কৃষ্ণপ্রিয়া রমণীদিগের মধ্যে মুখ্যা, ২৫। সর্বদা কেশবকে স্বীয় অধীনকারিণী।

ধর্ম্ম মন্দিরে প্রবেশের প্রাথমিক নিয়ম

সুদুর্ল্লভ মনুষ্য জীবন লাভ করিয়া যাঁহারা ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ করিতে চাহেন এবং দেহরোগ ও ভবরোগ হইতে চিরতরে মুক্ত হইয়া শাশ্বত শান্তি বা পরমানন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য খাদ্য সম্বন্ধে কতকগুলি বিধিনিষেধ অবশ্যই পালন করা একান্ত আবশ্যক, যথা ১। মৎস্য মাংসাদি আমীষ ভোজন পরিত্যাগ, ২। চা, চুরুট, ধূম্রপান, অহিফেন, মদ্যাদি মাদকদ্রব্য সেবন পরিত্যাগ করা।

৩। মদ্য ও চা পান করা সমান ক্ষতিকারক। ৪। আমীষ ভোজনে অকাল মৃত্যু, দেশ ও জগতের প্রভূত অকল্যাণ হয়। এই সকল বিষয়ে মহাত্মাগান্ধী, ডাক্তার কিংসফোর্ড, ডাক্তার হেগ্, স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী প্রভৃতির মত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশীয় অসংখ্য সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও খ্যাতনামা মণিষীবৃন্দের সুযুক্তিপূর্ণ-উপদেশ-সংক্ষেপে এই গ্রন্থে উদ্ধৃত করিলাম।

উপসংহার

নিরামিষ আহারের উপকারিতা

"মানুষ যে মাংসাশী প্রাণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে নাই, পরন্তু ধরণীর বৃক্ষ সঞ্জাত ফল, উদ্ভিদ্ খাইয়া জীবনধারণের জন্য জন্মিয়াছে, নিরামিষাশীদের এই নৈতিক ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়ান উচিত।"

—মহাত্মা গান্ধী।

"উচ্চশ্রেণীর মেয়েরা বিধবা হইলে নিরামিষ ভোজন করে, ফলে বৈধব্য অবস্থায় তাঁহাদের স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটে।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

"আমার নিরামিষ আহারের ভিত্তিভূমি দৈহিক নয়, নৈতিক। কেহ যদি বলেন, গো-মাংসের সুরুয়া বা ছাগ-মাংস না খাইলে আমি মরিয়া যাইব, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুরূপ হইলেও আমি মৃত্যুকে বরণ করিব। ইহাই আমার নিরামিষ ভোজনের ভিত্তি।"

—মহাত্মা গান্ধী।

"সর্বশ্রেণীর মানুষ সুস্থদেহও উন্নততর মনের অধিকারী হউক—যদি ইহাই আমাদের কাম্য হয়, তাহা হইলে আমি মনে করি, উহা কার্যকরী

করার প্রধান ধাপ হইবে—সর্বাগ্রে মানবসমাজে নিরামিষ ভোজন প্রথা প্রবর্তিত করা।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

"যদি তোমার সন্তান-সন্ততি শান্ত ধীর, সচ্চরিত্র ও প্রতিভাবান হউক—ইহাই তোমার কাম্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের জন্য নিরামিষ পথ্যের ব্যবস্থা করিও।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

আমিষ ভোজনে দেশ ও জগতের অকল্যাণ

"আমরা যে মাংস খাইবার জন্য সৃষ্ট হই নাই তাহা শরীরের প্রত্যেক অবয়বগঠন হইতেই প্রত্যেক্ষ দেখা যায়। মাংস খাইলে শরীরে এ্যাসিড্ উৎপন্ন হয়। মাংস খাওয়ায় দাঁতের অসুখ হয়, বাত হয় এবং ক্রোধ উৎপন্ন হয়। এই কথা বিচার করিয়া দেখিলে আমরা মাংস খাইতে পারি না।"

—ডাক্তার কিংসফোর্ড
ও
ডাক্তার হেগ।

"যাহারা সুষম পথ্য গ্রহণ না করিয়া অত্যধিক আমিষসেবী হয়, তাহারাই অত্যধিক ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে এবং ব্যাধির হাত হইতে দেহকে রক্ষা করিতে পারে না। এজন্য আমরা সুষম পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণই (সাত্ত্বিকভাবে নিরামিষ আহার) অকাল মৃত্যু প্রতিরোধের একটি প্রধান উপায় বলিয়া মনে করি।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

"অতিরিক্ত আমিষ ভোজনের আর একটি বিশেষ কুফল—উহা মানুষের মাঝে ঝগড়া, বিবাদ ও যুদ্ধোন্মাদনার প্রবৃত্তি জাগাইয়া দেয়।

অন্তরের পশুভাবকে নিবৃত্ত করিয়া যাহারা দেবত্ব লাভের প্রয়াসী তাহাদের পক্ষে আমিষ ভোজন আমাদের হিন্দুশাস্ত্র মতে বিশেষভাবে নিষিদ্ধ।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

"মাংস ভোজন (মাত্রাধিক্য হইলে) নৈতিক চরিত্রকে অধঃপাতিত করে; মানুষের ভিতরের সুপ্ত পাশবিক প্রবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ করে; স্বভাবে ও মেজাজে বিপর্যয় ঘটাইয়া মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য করে।"

—স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী।

"পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধোন্মাদনা বন্ধ করাই যদি আমরা সংগত মনে করি, তাহা হইলে ইতর পশুর উপর মানুষের নিষ্ঠুর অত্যাচার সর্বাগ্রে বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিতে হইবে। খাদ্যের জন্য ইতর প্রাণীহত্যা অপরিহার্য—এই যুক্তি এ যুগে অচল। কেন না দেহপুষ্টির সমুদয় উপাদান নিরামিষ খাদ্যে বিদ্যমান।"

—স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী।

মদ্যপানের অপকারিতা

"এমন হইতে পারে যে, কোন ব্যাধিতে মদ দ্বারা তৈয়ারী ঔষধে উপকার হয়, কিন্তু মদ দ্বারা এত ক্ষতি হয় যে, বিচারশীল লোক ঔষধ বলিয়াও উহা খাইতে পারেন না। যে মদ হইতে কত লোকের অকল্যাণ হইতেছে সেই মদ ত্যাগ করায় যদি শরীর নষ্ট হয় হউক—এই প্রকার সংকল্পই করা চাই।"

—মহাত্মা গান্ধী।

"ব্রাণ্ডির বোতল অধিক ক্ষতিকারক না চায়ের পেয়ালা অধিক অনিষ্টকারক,—তাহা এখনও মীমাংসিত হয় নাই।" অর্থাৎ মদ ও চা সমান ক্ষতিকারক।

—ডাক্তার জে, ব্যাটিটিউক্।

"উড়োজাহাজ দুর্ঘটনার এবং মোটর, ট্রেন প্রভৃতির দুর্ঘ সহিত মদ্যপানাসক্তির বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উড়োজাহাজের পাইলটদের ট্যাক্সি, লরী, মোটর এবং ট্রেনের ড্রাইভারদের মদ্যপানাসক্তি না থা অন্ততঃ শতকরা ৮০/৯০টি দুর্ঘটনা হ্রাস পাইবে।

প্রত্যেক দেশের গভর্ণমেণ্টের কর্তব্য মদ্য-পানাসক্ত ব্যক্তি যেন কোথাও পা ও ড্রাইভারের কাজে নিযুক্ত না হইতে পারে—এইরূপ আইন বিধিবদ্ধ কর

—স্বামী শিবানন্দ সরস্ব

অহিফেন সেবনে অপকারিতা

"অহিফেন মদের মতই গণ্য করিতে হইবে। অহিফেন-নেশা মদের নেশা হইতে ভিন্ন রকমের, কিন্তু উহাতে যে হানি হয় ত মদের অপেক্ষা কম নহে।"

—মহাত্মা গ

ধূমপানে স্বাস্থ্যের ক্ষতি

"ধূমপানকে নোংরা কু-অভ্যাস বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে ধূমপান একদিক দিয়া মদ্যপান অপেক্ষা ক্ষতিকারক।"

—ঋষি টলস্ট

"ধূমপানে হজমশক্তি খারাপ, খাদ্যে অস্বাদ নষ্ট হয়, খাদ্য বিস্বাদ লাগে। আর সেইজন্য তাহাতে মসল্লা ইত্যাদি দিতে হয়। ধূমপায়ী শ্বাস দিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়, ঐ ধোঁয়া হাওয়া খারাপ করে। মুখের চামড়া রোগ হয়। উহা হইতে ভয়ঙ্কর রোগ হইয়াছে দেখা যায়।"

—মহাত্মা গা

চা পানে অপকারিতা

"চা ও কফির বিষক্রিয়ার কথা অনেকে জানেন না। এ জাতীয় পানীয় দ্রব্য মানুষের স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দেয়। এই পানীয় সেব